বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখলে দেশ স্বাধীন হতো না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে দুগ্ধ সপ্তাহ ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, সব সময়ে সব প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু অনিবার্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ ভাবা যায় না, বাংলাদেশের আজকের উন্নয়ন ভাবা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখতেন, বাঙালিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে না চাইতেন, বাঙালি জাতিকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে ’৭০-এ বিজয় ছিনিয়ে না আনতেন, ’৭১ সালের ৭ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা না দিতেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিতেন, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। ছয় দফার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সাজা ভোগ করতে হয়েছিল। ছয় দফার ইতিহাস বাঙালি জাতির প্রতিটি মানুষকে জানতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার-ইতিহাসের সে বর্ণাঢ্য অধ্যায় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যে বিপ্লব হয়েছে, সেই বিপ্লবের সৃষ্টি হতো না যদি দেশ স্বাধীন না হতো। আজ দুধ, ডিমের উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. শেখ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল জলিল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রহিম এবং দুগ্ধ সপ্তাহের কার্যক্রম তুলে ধরেন একই প্রকল্পের প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক ড. গোলাম রব্বানী। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ক্রিশ্চিয়ান বার্গার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মো. ইমদাদুল হক, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মো. তৌফিকুলসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, সমাপনী অনুষ্ঠান ও সেমিনারে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ১ জুন তারিখকে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

কৃষকের ধান কেটে দিলো মেহেরপুর জেলা যুবলীগ

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে লকডাউনে অর্থ ও শ্রমিক সংকটের কারণে জমির পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না মেহেরপুর পৌর এলাকার কায়েম কাটা মোড় এলাকার কৃষক আসকার আলী। ক্ষেতেই ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এ সময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর কাছে সহযোগিতা চাইলে জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মী নিয়ে সেখানে ছুটে যান।

বুধবার দুপুরের দিকে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন নেতৃত্বে কৃষক আসকার আলীর পৌনে দুই বিঘা জমির ধান কেটে দেন যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

এ সময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বাংলাদেশে কৃষিবান্ধব দেশ এই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক কৃষক আছে যারা ধান কেটে ঘরে তুলবে সে

ক্ষমতাও নেই তাই প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদকের আহব্বানে আমরা মেহেরপুর জেলা যুবলীগ মানবতার সেবাই কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মেহেরপুর সদর উপজেলার মুজিব নগর এবং গাংনী উপজেলার প্রতিটা ইউনিয়নে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যদি কোনো কৃষকের ধান কাটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তাহলে বিনা খরচে ধান গুলো কেটে দেওয়ার জন্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, হিরক, শাজাহান সহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের ইফতার মাহফিল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি মহোদয়ের পরামর্শে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সারফারাজ হোসেন মৃদুল-এর আয়োজনে ইফতার মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যার মেহেরপুর জেলা শিশু পরিবারে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল-এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা

জমিজুড়ে পাকা ধান। উঠবে ফসল। ভরবে গোলা। খুশি আর আনন্দে ভরে উঠবে মন। মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন গোভীপুর গ্রামের কৃষক আনারুল ইসলামের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছে জেলা যুবলীগ।

শুক্রবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আনু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তহিদুল ইসলামসহ নেতার্কমীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এসময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দিক নির্দেশনায় মেহেরপুর যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা কৃষকের পাশে থেকে পাকা ধান ঘরে তুলতে সাহায্য করে চলেছে।

লকডাউনে মৌসুমের পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেশের অনেক স্থানের কৃষকরা আর্থিক ও শ্রমিক সংকটে মধ্যে পড়েন। অন্যান্য বছরে ধান কাটা মৌসুমের শুরুতে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসলেও গত দুই বছর করোনার কারণে আসতে পারছে না। ফলে পাকা ধান ঘরে তুলতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে

ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটির আওয়ামী লীগের দু পক্ষের সংঘর্ষ ও বোমা হামালার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলায় টুটুল পক্ষের একজন এজাহার ভুক্ত আসামী কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় সাহারবাটি মাঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হচ্ছেন সাহারবাটি গ্রামের তোকুল হোসেনের ছেলে সাগর আলী(২২)। তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গাংনীর সাহারবাটি বাজারে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ ও বোমা হামলার ঘটনায় উভয় পক্ষ দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামী সাগর আলী সাহারবাটি মাঠে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের বিভিত্তে তাকে গ্রেফতার করা হযেছে।

পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলার অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ফের কঠোর লকডাউন : কাদের

গণপরিবহনসহ সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি না মানলে আবারও কঠোর লকডাউন দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

রোববার তার বাসভবন থেকে পাঠানো এক ভিডিওবার্তায় এ হুশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের।

ভিডিওবার্তায় ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, লকডাউনের পরে গণপরিবহন চলাচলে সুযোগ দেওয়া হলে সবাইকে স্বাস্ব্যবিধি মেনে চলতে হবে। তা না হলে সরকার আবারও কঠোর লকডাউন দিতে বাধ্য হবে।

ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্য সর্বাত্মক লকডাউন আর না বাড়ানোর ইঙ্গিত।

আগামী ২৮ এপ্রিলের পর লকডাউনের মেয়াদ না বাড়ানোর জানিয়েছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। শুক্রবার বিকালে তিনি জানান, বৃহস্পতিবার চালু হবে গণপরিবহন, সীমিত পরিসরে খুলবে সরকারি-বেসরকারি অফিস।

‘আগামী ২৮ এপ্রিলের পর বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কিন্তু নো মাস্ক নো সার্ভিস- এটা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। মানুষ মাস্ক পড়বে, শারীরিক দূরত্ব মেইনটেইন করবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই আমরা জীবন ও জীবিকা দুটোই চলাতে পারব। এই কয়দিনে সংক্রমণ অনেকটাই কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।’

তিনি বলেন, ‘গণপরিবহন চালুর বিষয়টি সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আছে। চালু হলেও তো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলতে হবে। আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেটা করা হবে। যেভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়েছে, সেভাবে খুলবে।’

দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সম্প্রতি করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আট দিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের মধ্যে পালনের জন্য ১৩টি নির্দেশনা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেই মেয়াদ শেষ হয় গত বুধবার (২১ এপ্রিল) মধ্যরাতে। তবে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সর্বাত্মক লকডাউনের মেয়াদ আগামী ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষ,৫টি বোমার বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে আজ শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত শুক্রবার সন্ধায় টুটুল পক্ষের হামলায় চেয়ারম্যান পক্ষের তিন জন আহত হয়। আহতরা হলেন, ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়। সে থেকেই এলকায় নেমে আসে নিরবতা। চারাচারা বাজারের ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর জেরে আজ শনিবার সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে দু’পক্ষের লোকজন চাইনিজ কুড়াল,লাঠিশোঠা লোহার রড নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আধিপত্য দেখাতে পর পর ৫টি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছেন উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ। এঘটনায় চরম আতংকে রয়েছ এলাকার সাধারণ মানুষ । যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে এক উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে উন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে অবিলম্বে একটি উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন। ৪০ জন বিশ্ব নেতা এতে অংশ নিচ্ছেন।

জলবায়ু ইস্যুগুলো সমাধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিখিয়ে গেল যে-শুধুমাত্র শক্তিশালী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-সিভিএফ (ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম) এবং ভি২০ (ভালনারেবল টুয়েন্টি) এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে-জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থ সমুন্নত রাখা।

তিনি আরো বলেন, গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস বাংলাদেশে। বাংলাদেশ স্থানীয়ভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টেকসইভাবে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি প্রচার করছে। আর এ ব্যাপারে ‘সিওপি এর দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র ও সিভিএফ এর চেয়ার হিসেবে আরো কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

দ্বিতীয় পরামর্শ হিসেবে তিনি বলেন, ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে, যা অভিযোজন ও প্রশমনের মধ্যে ৫০:৫০ ভারসাম্য বজায় রাখবে। এই তহবিলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে বিশেষ দৃষ্টি দেবে।’ প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে,

‘প্রধান অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উদ্ভাবনের পাশাপাশি জলবায়ু অর্থায়নের জন্য বিশেষভাবে ছাড় দিতে হবে।

তিনি সর্বশেষ পরামর্শে বলেন, ‘সবুজ অর্থনীতি ও কার্বন প্রশমন প্রযুক্তিগুলোর উপর দৃষ্টি দিতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তির বিনিময় করতে হহবে।’
শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন ও এই আয়োজনে তাকে আমন্ত্রণ করায় শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে আসায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক প্রশংসা করছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, প্রতি বছর আমরা আমাদের জিডিপির প্রায় ২.৫ শতাংশ বা প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যয় করি। আমরা মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যূত প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি। এটা আমাদের প্রতিবেশকে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন-এনডিসি বৃদ্ধিতে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সহনীয় টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা বিদ্যমান জ্বালানি, শিল্প ও পরিবহন খাতের পাশাপাশি নতুন খাত অন্তর্ভূক্ত করেছি। এভাবে আমরা কার্বন হ্রাসের পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়াও ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চাভিলাষী এনডিসি পেশের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন করছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দেশব্যাপী ৩০ মিলিয়ন চারা রোপনের পরিকল্পনা করেছি এবং কম-কার্বনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ‘মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান’ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করছি।

যে ৩৯ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন-সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের